যুগান্তর

তারিখ ... 27 DEC 2006 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ১ ...

ঢাবিতে স্বর্ণপদক জট

শিক্ষাঙ্গনে এতদিন শোনা গিয়াছে সেশনজটের কথা। এখন শোনা যাইতেছে স্বর্ণপদক জটের কথা। আগামী বৎসরের ২৯ জানুয়ারি প্রাচ্যের অক্সফোর্ড বলিয়া খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৫তম সমাবর্তন হইবার কথা। উহাতে ২০০৫ সালের মাস্টার্স এবং ২০০৬ ও ২০০৭ সালের অনার্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা সনদপত্র লাভের সুযোগ পাইবেন। সন্দেহ নাই যে, ছাত্রছাত্রীদের জীবনে ইহা একটি অত্যন্ত গৌরবজনক ও অহংকারের অধ্যায়। গত কয়েক বৎসর ধরিয়া ঢাবি ক্যাম্পাসে নিয়মিত সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হইলেও গোল বাঁধিয়াছে অন্যত্র। রবিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় সিদ্ধান্ত হইয়াছে, চলতি বৎসর তহবিল সংকটের কারণে আসন্ন সমাবর্তনে ২৯টি স্বর্ণপদক প্রদান করা সম্ভব হইবে না। শেষ পর্যন্ত অর্থ সংস্থান করা সম্ভব না হইলে, এই সকল স্বর্ণপদক আগামী ২-৩ বৎসরেও প্রদান করা যাইবে না। উপরন্তু প্রস্তাবিত আরও চারটি স্বর্ণপদকের ভাগ্য ঝুলিয়া থাকিবে তহবিল প্রাপ্তির উপর। উল্লেখ করা আবশ্যক, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে অসামান্য ফলের ভিত্তিতে অনার্স ও মাস্টার্সের মেধাবী শিক্ষার্থীকে ভূষিত করা হয় স্বর্ণপদকে। সেইক্ষেত্রে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করা সত্ত্বেও একজন শিক্ষার্থী যদি যথাসময়ে পদক বা সম্মাননাটি না পায় উহা দুর্ভাগ্যজনক। স্বর্ণপদক জটের অন্যতম ১৯৯৭ সালে আইন বিভাগে মাস্টার্সে কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ জনৈক ছাত্র, যিনি বর্তমানে অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে সহকারী অধ্যাপকের দায়িত্ব পালন করিতেছেন। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গিয়াছে, ঢাবি কর্তৃপক্ষ এইবারে নাকি স্বর্ণপদক তৈরিতে কোন ভর্তুকি দিতে নারাজ। পূর্বে যেই পদক বানাইতে খরচ হইত ৫-৭ হাজার টাকা, বর্তমানে স্বর্ণের দাম ও মজুরি বাড়িয়া যাওয়ায় খরচ পড়িতেছে সর্বনিম্ন ১৫ হাজার টাকা। অথচ তাহাদের নিকট উপরোক্ত তহবিল নাই। উপযুক্ত অর্থের সংস্থান না করিয়া স্বর্ণপদক প্রদানের প্রস্তাব কেন করা হইল, উহা বোধগম্য নহে। যথাযথ তহবিলের ব্যবস্থা করিয়াই তো স্বর্ণপদক প্রবর্তন করিবার কথা। তদুপরি ঢাবি কর্তৃপক্ষ নিশ্চয়ই এতখানি দেউলিয়া হইয়া যায় নাই যে, এই সামান্য অর্থের সংস্থান করা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব নহে। ঢাবিতে বর্তমানে ২২১টি ট্রাস্ট ফান্ড ও ৬৮টি স্মারক স্বর্ণপদক রহিয়াছে। খ্যাতিমান ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নামে নিজে অথবা পরিবারের পক্ষ হইতে ট্রাস্ট ফান্ড ও স্মারক স্বর্ণপদকগুলি প্রবর্তিত হইয়াছে। এইগুলির নিয়মিত ভদারকি ও দেখভাল করিবার দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের। ইহার রক্ষণাবেক্ষণ এবং তহবিল সংস্থানের দায়দায়িত্বও কর্তৃপক্ষ অস্বীকার করিতে পারেন না। অর্থ সংকট দেখা দিলে প্রয়োজনে তারা বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারেন বৈকি। দেশে অনেক নামি-দামি প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক-বীমা কোম্পানি ও সংস্থা-সংগঠন রহিয়াছে। কৃতী শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করিতে তাহাদের অনেকেই আগাইয়া আসিবেন বৈকি।